পর্ব: মুহম্মদ ও জয়নাব

২০০৮ সালে এক ইন্দোনেশিয়ান ব্লগে এই কমিকস প্রথম প্রকাশিত হয়। যথারীতি, ইসলামিক সংগঠনগুলি প্রচুর হইচই শুরু করে, কার্টুনিস্টের মৃত্যু দাবী করে। সরকারও ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ওই ব্লগ থেকে ছবিগুলি দ্রুতই সরিয়ে ফেলা হয়।

FaithFreedom.org এর ইন্দোনেশিয়ান শাখায় CopperKid নামে ওই কার্টুনিস্ট তখন ছবিগুলি আপলোড করেন, তবে সেই সাইটও ডাউন হয়ে পড়ে। একজন পাঠক কিছু ছবি সেভ করে Mohammed Image Archive-এ পাঠালে তখন ছবিগুলি ছড়িয়ে পড়ে।

কিছু কমিকস-সহ সাইটটি পরে আবার চালু হয়। ওই কার্টুনিস্ট জানান, তাঁকে ইসলামি তথ্য-সূত্র ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন এক পাকিস্তানি ‘মুরতাদ’, ড: জাকি আমিন।

ধর্মকারীর জন্য কমিকটির অনুবাদ ও ফোটোমাস্তানি করেছেন মুহম্মদ জোঁক।
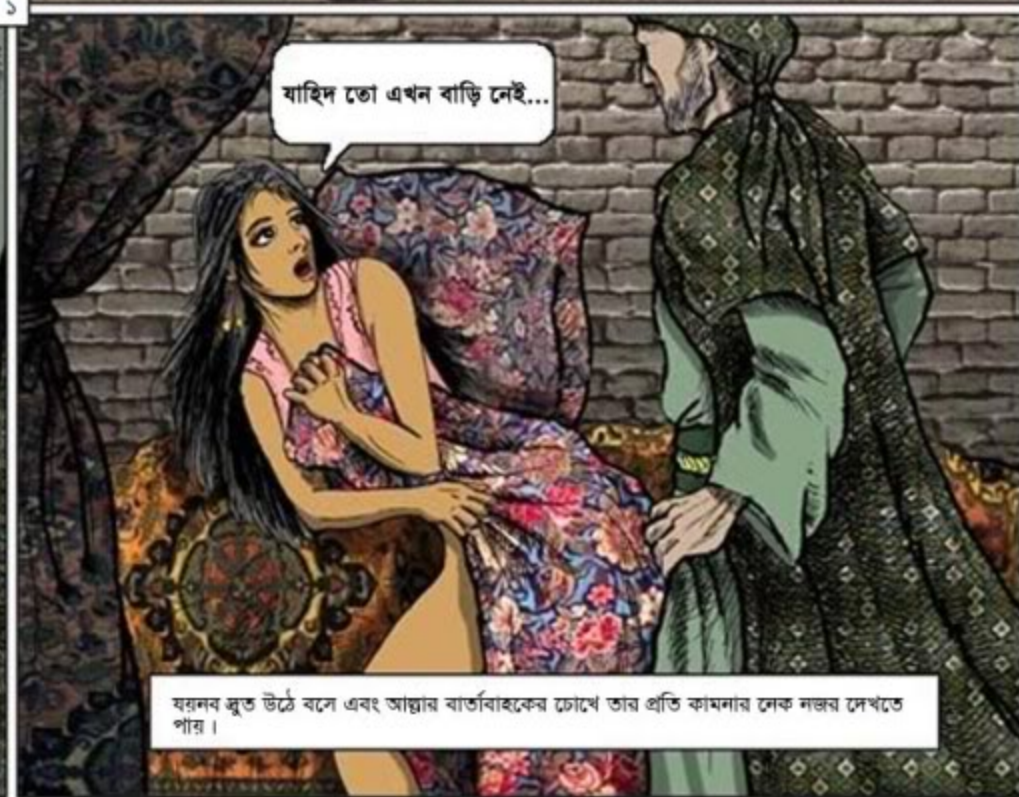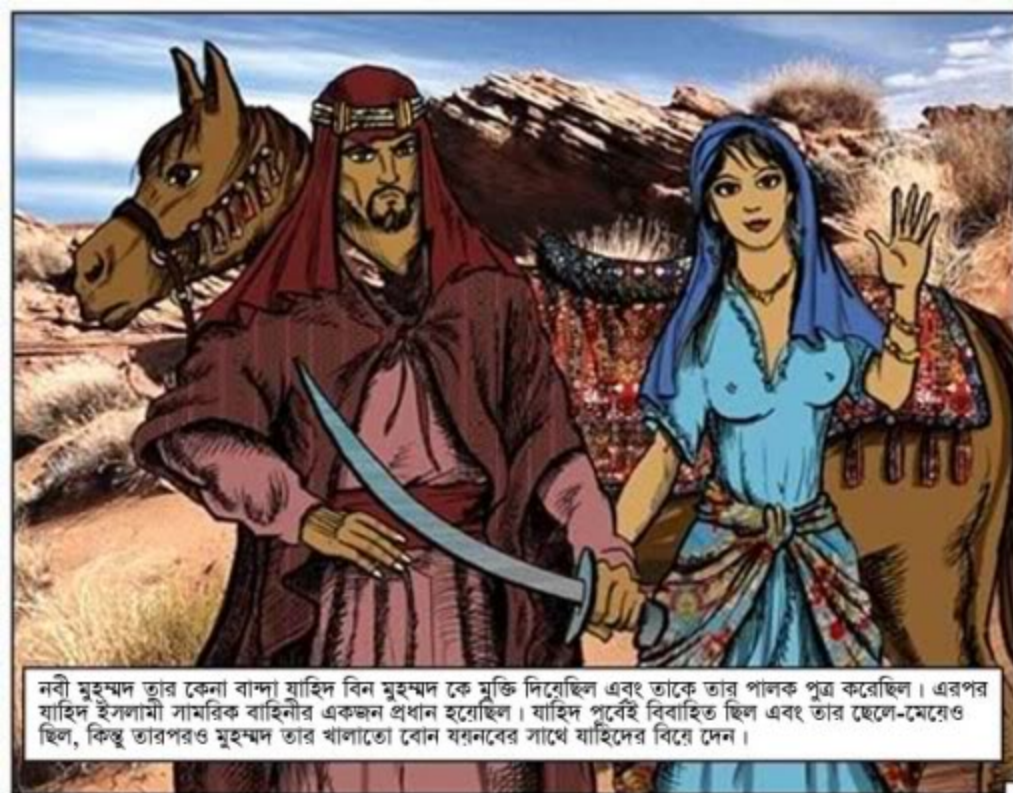
নবী মুহম্মদ তার কেনা বান্দা যাহিদ বিন মুহম্মদ কে মুক্তি দিয়েছিল এবং তাকে তার পালক পুত্র করেছিল। এরপর যাহিদ ইসলামী সামরিক বাহিনীর একজন প্রধান হয়েছিল। যাহিদ পূর্বেই বিবাহিত ছিল এবং তার ছেলে-মেয়েও ছিল, কিন্তু তারপরও মুহম্মদ তার খালাতো বোন যয়নবের সাথে যাহিদের বিয়ে দেন।

যাহিদ কি আছো?
একদিন মুহম্মদ যাহিদের খোঁজে তার বাড়ি যায়।

ওহ! আল্লার-রসুল...?
যাহিদ বাড়িতে ছিল না এবং মুহম্মদ যয়নবকে তার বিছানায় খোলামেলা অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখতে পায়।

যাহিদ তো এখন বাড়ি নেই...
যয়নব দ্রুত উঠে বসে এবং আল্লার বার্তাবাহকের চোখে তার প্রতি কামনার লেক নজর দেখতে পায়।

আল্লার রসুল, আপনি আমার নিজের পিতার মতোই, আপনি যদি আকাঙ্কিত হন তাহলে আমি যয়নবকে তালাক দিয়ে দেব, যাতে আপনি ওকে বিয়ে করতে পারেন।

আহা.. এমনটা করার দরকার নাই। সে তোমার কাছেই থাকুক, এবং... আল্লাকে ভয় কর।

আমি আর যয়নবকে ছুঁয়েও দেখবো না, আল্লার রসুল বলে কথা!
আহা.. এমনটা করার দরকার নাই। সে তোমার কাছেই থাকুক, এবং আল্লাকে ভয় কর।
ফু..! যাক বাঁচা গেল...
যদিও মুহম্মদ এখন একথা বলল, কিন্তু আসলে সে মিথ্যা বলেছিল। (কুরান ৩৩:৩৭):
"আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করেছিলেন, যা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।"

ইবনে সাদ লিখে গেছেন:
যখন মুহম্মদ বসে বসে আয়শার সাথে কথা বলছিল তখন তার কাছে ওহি আসে।

এরপর সে মুচকি হেসে বলে:
কে যয়নবের কাছে যাবে এবং তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে যাকে ঈশ্বর উর্দ্ধলোক থেকে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন গ্রহণ করার জন্য?
আমার মনে হয় আল্লাহ্ আপনার কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য খুবই উদগ্রীব।
(সহি বুখারি ৬:৬০:৩১১; সহি মুসলিম ৮:৩৪৫৩)

এর কিছুদিন পরই, যয়নব মুহম্মদের শয্যা সঙ্গী হয়েছিল। (কু ৩৩:৩৭)
"অতঃপর যাহিদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।"
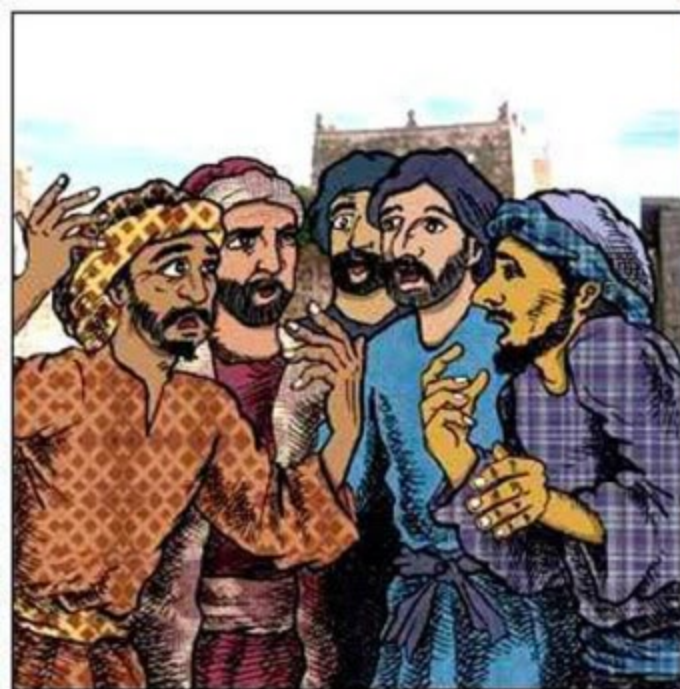
তখন আরবে ছেলের বউকে নিজের আপন মেয়ের মতই দেখার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, হোক সে ছেলে তার আপন অথবা পালক।

ও... আল্লার দূত, দরজা খুলেন! আপনাকে আমাদের প্রশ্ন করার আছে।
নিজের ছেলের বউকে বিয়ে করে নবী এই নিয়ম ভঙ্গ করায় মদিনাবাসিরা প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়, তারা নবীর মুখামুখি হয়।

মাশাল্লা, আমার অনুসারীরা, কি সমস্যা বলো?

আল্লার রসুল, ঈশ্বরের বার্তাবাহক হয়ে আপনি কীভাবে নিজের ছেলের বউকে শয্যা সঙ্গী করার মত অধঃপতিত ও নোংরা কাজ করতে পারলেন?
তার ওপর আপনি নিয়মিত ভাবে যুদ্ধ বন্দী অধার্মিক নারীদের ২০ ভাগ নিজের জন্য রাখেন!
আপনার হারেম তো যুবতী সুন্দরী বউ আর দাসীতে ভরা!
আল্লার রসুল, আপনার এ জঘন্য কাজ আরবের 'পালক নেয়ার' মতো সম্মানজনক কাজের সংস্কৃতিকে লজ্জিত করেছে..।

আমার কাছে একমাত্র সম্মানজনক কাজ হলো আল্লার আদেশ মেনে চলা। এবং আল্লাই আমাকে আদেশ দিয়েছেন যয়নাবকে আমার করে নেয়ার জন্য। এই দেখ আয়াত:
(কু ৩৩.৩৭) "আমি তাকে (যাহিদের স্ত্রীকে) আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পৌষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে।"

এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে আল্লা আমাদেরকে আমাদের পালক সন্তানদের স্ত্রীদের বিয়ে কারার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন ।
এটা যদি আল্লা চায় তবে তাই হোক...
কিন্তু আপনি কিভাবে ৪টার চেয়ে বেশি স্ত্রী গ্রহণ করেন?
এটাকে কে কি ব্যভিচার বলা উচিত না

৫

আল্লা সব কিছু জানেন। এজন্য তিনি আমার স্ত্রীদের হুকুম দিয়েছেন যেন তারা এখন থেকে পর্দা করে। তোমরা কেউ আর আমার অনুমতি না নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে পারবে না এবং যদি তাদের (স্ত্রীদের) সাথে কথা বলতেই হয় তাহলে পর্দার পেছনে থেকে কথা বলতে হবে। (এর আগে মদিনার কেউ হিজাব ব্যবহার করত না, এখানেই জন্ম নেয় পর্দা প্রথা)
(কু ৩৩:৫৩) "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্যর্য রন্ধনের অপেক্ষা না করেই নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। আর তোমরা আমন্ত্রিত হলে প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষেই বের হয়ে যাও, কথাবর্তায় মশগুল হইয়ো না। এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে বলতে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তার পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।"

আচ্ছা আপনার স্ত্রীদের কথা বাদ দেন। এটা বলেন যে, যদি আমাদের চাচাত-খালাত বোনেরা আমাদের সাথে এক রাতের জন্য শয্যা সঙ্গি হওয়ার জন্য আসে তাহলে কি হবে?
না! তোমাদের কারো জন্য এক রাতের শয্যা সঙ্গি বানানোর কোন বিধান নাই। তোমরা শুধু তাদেরকেই তোমাদের বিছানায় নিতে পারবে যাদের তোমরা বিয়ে করবে।
কে না? আপনি তো বানাচ্ছেন!
কারন এক রাতের শয্যা সঙ্গি রাখার অধিকার শুধু আমারই আছে, আর কারো নেই। কু-৩৩:৫০ এ বলা হয়েছে "...এ নিয়ম শুধু মাত্র আপনার জন্য - অন্য মুমিনদের জন্য নয়। তাদের জন্য তাদের স্ত্রী এবং দাসীদের কে নির্ধারন করে দিয়েছি..."

কিন্তু আল্লার নবী, কু-৩৩:২১ এ কি বলা হয় নাই যে আপনি আমাদের জন্য আদর্শ স্বরূপ এবং কু-৩:৩১ এ কি বলা হয় নাই যে, আমরা যেন আপনার করা কাজকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করি যদি আমরা আল্লাকে ভালোবাসি?
আমাকে বিরক্ত করবে না, বুঝেছ?
তাহলে ওইসব আয়াত তো বলদের-৩, কারন যখন আপনি সর্বগামী হন এবং ব্যভিচার করেন তখন আল্লা সাথে সাথে তা মেনে নেয়, আর আমরা আপনার দেখা দেখি একি কাজ করলে আমাদের চাবকিয়ে বা পাথর ছুঁড়ে শাস্তি দেয়া হয়, কেন?
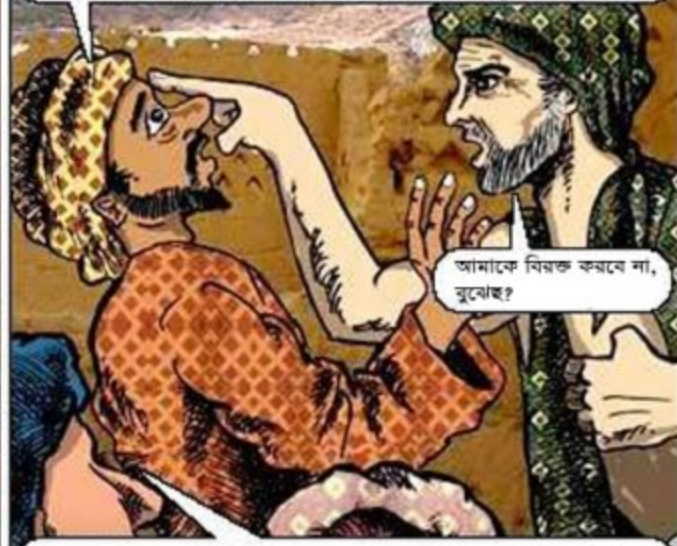
খামোস...! আল্লা তোমাদের বলেছে নবীকে বিরক্ত না করতে আর এখন তোমরা আমাকে অসম্ভব বিরক্ত করছো।
কু-৩৩:৫৩ "...আল্লাহ্‌রাসুলকে কষ্ট দেয়া বা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ না..."
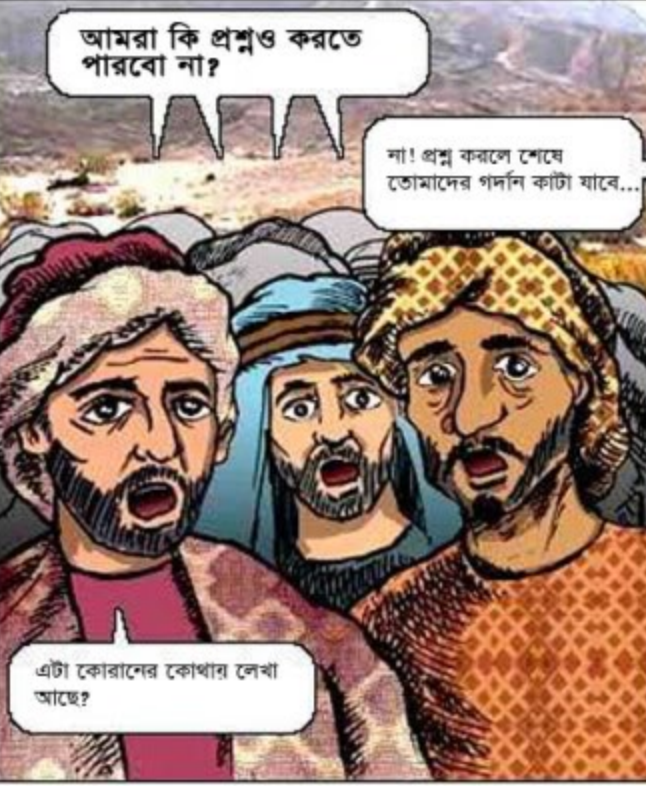
আমরা কি প্রশ্নও করতে পারবো না?
না! প্রশ্ন করলে শেষে তোমাদের গর্দান কাটা যাবে...
এটা কোরানের কোথায় লেখা আছে?

অবশ্যই আছে, (কু-৫:১০১/১০২) বলা আছে, "প্রশ্ন করো না, প্রশ্ন করলে তোমরা বিশ্বাস হারাবে"
আর যখন তোমরা বিশ্বাস হারাবে তখন তোমরা মুনাফেক বলে গন্য হবে এবং আল্লা বলেছেন মুনাফেকদের গর্দান কাফিরদের আগে কাটার জন্য।

SLAMMED!!!
!
সহি বুখারি ভাগ-৪:বই-৬৩:লাইন-২৬০: নবী বলেছেন "কোন মুসলমি যদি ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে, তাকে হত্যা করো।

কাহিনীর শুরু এভাবে: সেদিন হাফসা'র পালা ছিলো নবীর সাথে শোবার। নবী যখন তাঁর ঘরে এলেন, হাফসার দাসী Maria Quptia-ও (কিং অফ আলেক্সান্দ্রিয়ার উপহার) উপস্থিত ছিলেন সেখানে। মারিয়া ছিলেন অতীব আকর্ষণীয়া ইন্দ্রিয়সুখকর রমণী। তাঁর দিকে তাকালে যে-কোনও পুরুষ উত্তেজিত হয়ে পড়তো। আর নবী তো সাধারণ পুরুষ ছিলেন না! তাঁকে দেয়া হয়েছিল তিরিশজন পুরুষের যৌনশক্তি...

(Bukhari Volume 1, Book 5, Number 268)

ধর্মকারীর জন্য কমিকটির অনুবাদ ও ফোটোমাস্তানি করেছেন ছাগলনাইয়ার বনলতা সেন।

১

*Bukhari Volume 8, Book 74, Number 257:
Narrated 'Aisha: (the wife of the Prophet) 'Umar bin Al-Khattab used to say to Allah's Apostle Let your wives be veiled" But he did not do so. The wives of the Prophet used to go out to answer the call of nature at night only at Al-Manasi.' Once Sauda, the daughter of Zam'a went out and she was a tall woman. 'Umar bin Al-Khattab saw her while she was (defecating) in a group, and said, "I have recognized you, O Sauda!" He ('Umar) said so as he was anxious for some Divine orders regarding the veil (the veiling of women.) So Allah revealed the verse of veiling 33.59. (Al-Hijab; a complete body cover excluding the eyes).

উমর আল-মানাসিতে যা দেখত তা পছন্দ করত না, সে চাইতো নারীদের শরীর পুরোপুরি আবৃত থাকার ব্যাপারে একটা দৈব নির্দেশ আসুক। মুসলিম নারীদের হিজাব পরতে আল্লাহও দ্রুত অহী পাঠিয়ে দিলেন। **(কোরান ৩৫.৫৯)**
বুখারী, ভলিউম-১, বুক-৮, নম্বর-৩৯৫:
উমর (বিন আল-খাত্তাব) বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একমত হয়ে আয়াত পাঠিয়েছিলেন, তন্মধ্যে একটি ছিল নারীদের পর্দাসম্পর্কিত আয়াত **(৩৩:৫৯)**
তোমার সঙ্গীর যৌনক্রিয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখা উচিৎ হবে না। এখন যাও,বিদায়...
হুম, আমিও আর অপেক্ষা করছি না। এখন আমার পালা এসেছে, সে হয়তবা বিছানায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি চলি...
যদিও বিছানায় নবীর অপেক্ষা করার কথা কিন্তু সত্যিই তিনি তার জন্য তা করছিলেন না!!
হাফসা ঘরে এসে নবীকে বিছানায় দেখতে পেলেন, কিন্তু অপেক্ষারত অবস্থায় নয়। সে তার চাকরাণীর সাথে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল।

হাফসা ছিল একটু বদমেজাজি ধরনের (সে তার বাবা উমরের রাগী স্বভাবের কিছুটা পেয়েছিল) এবং সে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিলো

হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমার দাসীকে ভোগ করার জন্য মিথ্যা বলে আমাকে প্রতারিত করেছেন?

হাফসা তোমার ভাষা সংযত করো। আয়াত ৩৩:৩২ বলছে, তোমার অবশ্যই আল্লাহর রাসুলের সাথে সম্মান বজায় রেখে কথা বলা উচিৎ। (৩৩:৩২) হে নবী পত্নীগণ! তোমরা নবীর সাথে কথা বলো উত্তম পন্থায়
আমি তখনই সেটা করব, যখন নবী নিজে তার জন্য অসম্মানজনক কাজ করা বন্ধ করবেন।
"ক্রীতদাসীর সাথে যৌনক্রিয়া মোটেই অসম্মানজনক কিছু নয়। আল্লাহ তাদেরকে আমার জন্য বৈধ করেছেন।" (৩৩:৫০) হে নবী, আপনার জন্য হালাল করেছি দাসীদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ত করে দেন

কে হালাল আর কে হারাম তা আমি শুনতে চাই না, ...আপনি চাইলে মাদি উটের সাথেও যৌনক্রিয়া করতে পারেন, কিন্তু আমার পালার রাতে এটাকে আমার বিছানায় দেখতে চাই না
হাফসা শান্ত হও, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। তুমি যদি এই ঘটনা শুধু তোমার ও আমার মাঝে গোপন রাখো এবং কাউকে না বলো, তাহলে আমি একটি শপথ করছি যে. আমি আর কখনোই মারিয়াকে স্পর্শ করবো না।
দয়া করে আগে একটু শান্ত হও, যাও একটু ঠান্ডা পানি পান করে এসো...
ঠিক আছে., আমি একটু পরিস্কারও হয়ে আসছি..
8
হাফসা সামান্য কিছুক্ষন পরেই ফিরে আসল এবং...
তার স্বামীকে আবারও মারিয়ার সাথে শয্যায় দেখতে পেলো।

হে আল্লাহর রাসূল, আপনার স্মরণশক্তি তো বেশ কম! আপনি মাত্রই বলেছেন, আপনি পুনর্বার তাকে স্পর্শ করবেন না!
হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু তুমি যাবার পর আল্লাহ আমাকে একটি ওহী (৬৬:১)পাঠিয়েছেন, যেটা বলেঃ
"হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন?"
আপনার শপথের ব্যাপারে কী বলবেন ??
আল্লাহ ৬৬:২আয়াত পাঠিয়ে আমার শপথের সমাধান দিয়ে দিয়েছেন, যা বলেঃ
"আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
৫
পরদিন সকালে নবী যখন ফজরের নামাজ পড়ে ফিরে এলেন, তখন তার স্ত্রী'রা প্রতিদিনের ন্যায় তাকে হাসিমুখে উষ্ণ অভ্যর্থনার বদলে মলিনভাবে নীরবে দাড়িয়ে রইলো।

আমাদের চতুর নবী বুঝে ফেললেন যে, হাফসা গতরাতের ঘটনা তার সকল স্ত্রীর কাছে ফাঁস করে দিয়েছে, যারা কীনা আবার মারিয়াকে দুচোখে দেখতে পারে না তার রুপ এবং তাকে নবী পছন্দ করার কারনে। নবী বেরিয়ে গেলেন এবং সবেগে হাফসার ঘরে প্রবেশ করলেনঃ

মারিয়ার সাথে গতরাতে ঘটনা আমি তোমাকে গোপন রাখতে বলেছিলাম, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতাম; তুমি কেন এটা প্রকাশ করে দিলে?

আপনাকে কে বলল যে, এটা আমি ফাঁস করেছি?

আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন। *"যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন,আল্লাহ আমাকে অবহিত করেছেন।'* (৬৬:৩)

রাগান্বিত নবী তার সকল ক্ষুব্ধ স্ত্রীকে ডেকে আল্লাহর কাছ থেকে সদ্য নাযিল হওয়া কঠোর বার্তাটি পড়ে শোনালেন এবং তাদের মতামত চাইলেন।

(৬৬:৫) *যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী, আজ্ঞাবহ, ঈমানদার,অকুমারী ও কুমারী।*

বার্তাটি তার সচকিত স্ত্রীদের নিকট ছিল মৃত্যু-পরোয়ানার মত। একটি তালাক মানে আমরণ নবীর স্ত্রীদের কেউ বিয়ে করতে পারবেনা, পুর্বেই অবতীর্ণ হওয়া এক আয়াত অনুসারে।
(৬৬:১০-১১) *আল্লাহ তা'আলা নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন..অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হলঃ জাহান্নামে চলে যাও।*

*Bukhari: Volume 3, Book 43, Number 648:
"The Prophet did not go to his wives because of the secret which Hafsa had disclosed to 'Aisha, and he said that he would not go to his wives for one month as he was angry with them when Allâh admonished him for his oath that he would not approach Maria."
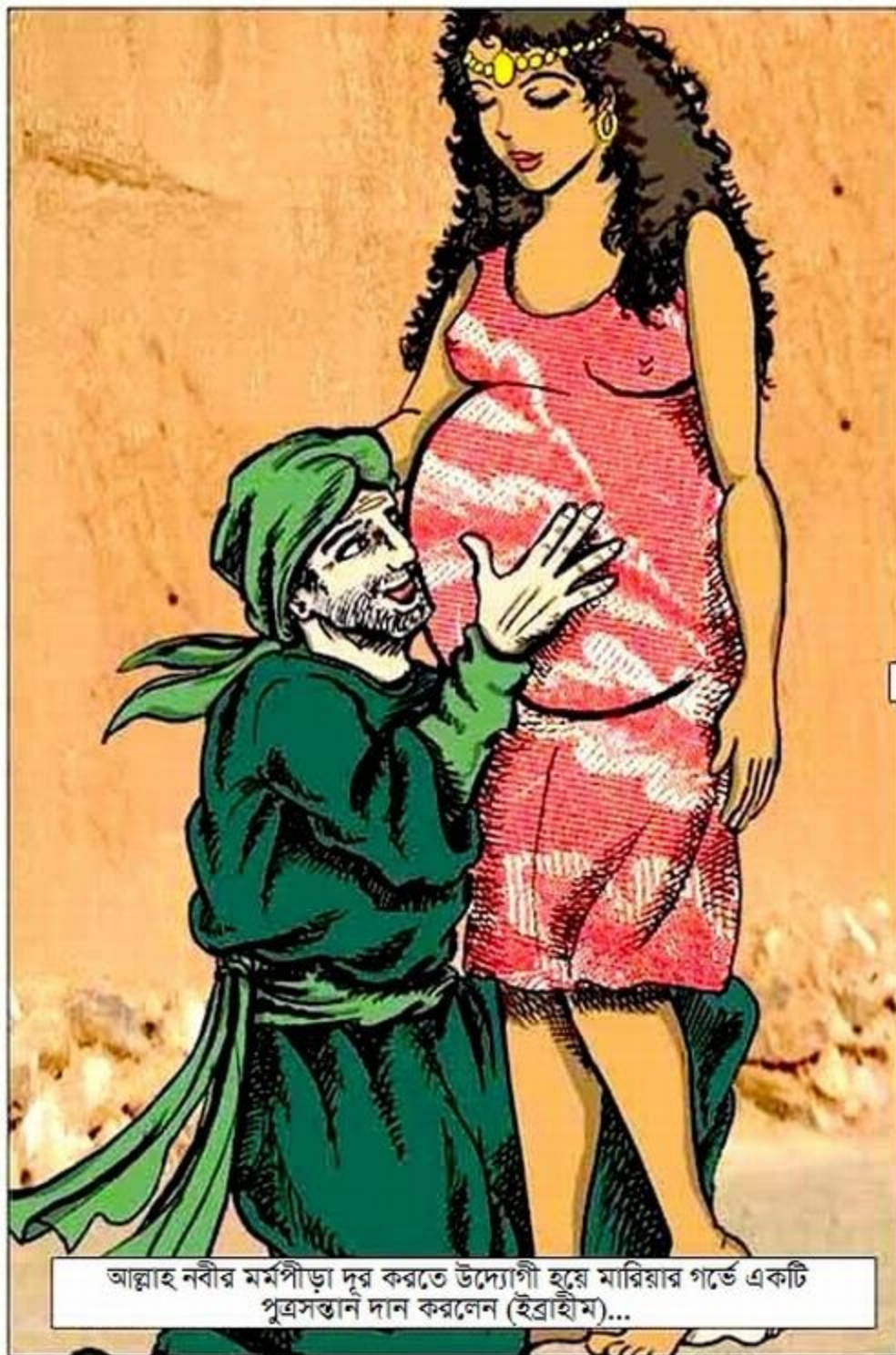
আল্লাহ নবীর মর্মপীড়া দূর করতে উদ্যোগী হয়ে মারিয়ার গর্ভে একটি পুত্রসন্তান দান করলেন (ইব্রাহীম)...
৭
এটা মুহম্মদের কাছে খুবই আকাঙ্ক্ষিত ছিলো, কারন তার সাথে বসবাসরত কোন স্ত্রী'ই এটা দিতে পারেনি।
কিন্তু তারপর ২বছর বয়সে ইব্রাহিম মারা যায়।
সমাপ্ত

সহিহ বুখারি হাদিসে আবু সাইদ আল-খুদরি'র বর্ণনা থেকে আল-আযল বা প্রত্যাহার পদ্ধতি (coitus interruptus) সম্পর্কে জানা যায়:

"আমি বানু আল-মুস্তালিক গোষ্ঠী আক্রমণকারী মুসলিম সৈন্যদলে ছিলাম। আমাদের দখলে বেশ কিছু যুদ্ধবন্দিনী আসে, এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গম করতে আমরা খুবই পছন্দ করতাম। সঙ্গমকালে আমরা আযল পদ্ধতি ব্যবহার করতাম, কিন্তু এ বিষয়ে আল্লাহ'র নবীর উপদেশ নেওয়া স্থির করি। রসুল বলেন, 'আযল প্রয়োগের প্রয়োজন নেই; কোনো নারী গর্ভবতী হবে কি না তা কেবল আল্লাহ'রই হাতে।' "

(Bukhari 9.93.506, 5.59.459, 7.62.137)

ধর্মকারীর জন্য কমিকটির অনুবাদ ও ফোটোমাস্তানি করেছেন শয়তানের চ্যালা।

সূত্র: সহিহ বুখারি, ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৪৫৯ এবং সহি হাদিস মুসলিম, বই ০০৮, নং ৩৩৭১
আসসালামু আলাইকুম, খুদরি ভাই।
অলাইকুম আসসালাম।
ইবনে মুহাইরিয হইতে বর্ণিত, আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং আবু সাইদ আল-খুদরির সাথে দেখা হল।
ভাই, দয়া করে আমাকে নবীজির সময়ে আল-আযল সম্পর্কে কিছু ধারণা দিন।
ও, আযল? আচ্ছা, আমি তোমাকে আযলের কাহিনী বলছি।
[আল-আযল - জন্মনিয়ন্ত্রনের একটা প্রক্রিয়া যেখানে যৌনসঙ্গমের সময় বীর্যপাত যোনীর বাইরে ঘটানো হয়]
আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে বানু আল-মুস্তালিকের গাযোয়ায় (সামরিক তৎপরতা) গিয়েছিলাম।
allahuakbar!!
বানু মুস্তালিক ইহুদি এক গোত্র ছিল, যারা কখনোই নবী মুহম্মদের বিরুদ্ধে যায় নি। এরপরও তাদেরকে আক্রমণ করা হয়েছিল, কেননা মুহম্মদ ও তার উম্মতদের জীবিকা অর্জনের অন্যতম পথ ছিল বিধর্মীদের লুট করা।
allahuakbar!!
যেসব বিধর্মীরা প্রতিরোধ করেছিল তাদের যথারীতি মেরে ফেলা হল।
তোমাদের দক্ষিণ হস্ত এই নারীদের অধিকারী। আল্লাহর তরফ থেকে আসা হালাল উপঢৌকন।
আলহামদুলিল্লাহ। ও আল্লাহ, জিহাদ আসলে অনেক কিছু দেয়।
আমরা অসাধারণ কিছু নারী পেলাম এবং তারা আমাদের আকাঙ্খিত ছিল। আমাদের স্ত্রীদের অনুপস্থিতির কারণে তাদের সম্ভোগ করাটাও খুব কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু তাদের বিনিময়ে মুক্তিপণ আদায়ের ইচ্ছাও ছিল।
তারা গর্ভবতী হয়ে গেলে কী হবে?
যে করেই হোক গর্ভধারণ এড়াতে হবে, ভাই। যদি তারা গর্ভবতী হয়ে যায়, তাহলে মুক্তিপণ মূল্য অনেক কমে যাবে। তাছাড়া বাজারে কেউই গর্ভবতী দাসী কিনতে চাইবে না। কাজেই আযল কর। এটা কার্যকরী ও লাভজনক।
সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, তাদের সাথে যৌনসঙ্গমকালে আযল পন্থা অবলম্বন করব। (গর্ভধারণ এড়ানোর জন্য বীর্যপাত হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে পুংলিঙ্গ যোনী থেকে বের করে ফেলা)।

মুহম্মদ মুসলিম বাহিনীকে জিহাদকর্মে প্রেরণা যোগানোর জন্য যুদ্ধবন্দিনীদের (দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত বাঁদী) ধর্ষণ করার অনুমোদন দিয়েছিল।
সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত ৫-৬: নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে (অবৈধ যৌনসম্পর্ক থেকে), নিজেদের স্ত্রীদের ও দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না,

ইসলামে যুদ্ধবন্দিনী ও যৌনদাসীদের ধর্ষণ করা হালাল।
সূরা মাআরিজ, আয়াত ২৯-৩০: যারা নিজেদের লজ্জাস্থান নিজের স্ত্রী অথবা মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যদের থেকে হিফাযত করে। স্ত্রী ও মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না।

এসব ইসলামিক ফূর্তি কত সময় ধরে চলত?
বুখারী অনুসারে, মুহম্মদ এবং তার মুসলিম বাহিনী সাধারণত পরপর তিনদিন এই যৌনফূর্তি পালন করত।

সহিহ বুখারি ভলিউম ৪, বই ৫২, নং ৩০০: আবু তালহা হইতে বর্ণিত; নবীজি যখন কোনো সম্প্রদায় দখল করতেন, তিনি তাদের শহরে তিনদিন কাটাতেন।
সহিহ বুখারি ভলিউম ৭, বই ৬২, নং ১৩৫: জাবির হইতে বর্ণিত; আল্লাহর রাসুলের জীবদ্দশায় আমরা আযল চর্চা করতাম।

মুহম্মদকে জিজ্ঞেস না করে আমরা কীভাবে আযল করতে পারি?
আচ্ছা, চল তাকে জিজ্ঞেস করি।
এর পরে আমরা মুহম্মদকে আল-আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

মুহম্মদ আযল করার অনুমোদন না দিলেও তার অনুসারীদের পোষণ করার জন্য তিনি যুদ্ধবন্দিনীদের ধর্ষণ করার অনুমোদন দিয়ে রাখলেন।
না, আযল করবার কোনো দরকারই নেই। যদি তুমি সেটা করেও থাক, আর আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সেই নারী বন্দিনী গর্ভবতী হবে, তাহলে সে গর্ভবতী হবেই, তুমি আযল কর বা না-ই কর।
তাদের নিজেদের ভাষায়, 'তারা আযল পদ্ধতি প্রবল পছন্দ করত।' (সহিহ আল বুখারী, ৫.৫৯.৪৫৯)

সাইদ আল-খুদরি জানাল, ধর্ষণের পরে যুদ্ধবন্দিনীকে নিকটস্থ দাস বাজারে নিয়ে যেত দ্রুত বিক্রির উদ্দেশ্যে।

আমি একদম আনকোরা একটি দাসী পেয়েছি। সে খুবই ভাল অবস্থায় আছে। তুমি কত মূল্য দিতে চাও?

তার নগ্ন হওয়া উচিত, যাতে আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

[সুনান আবু দাউদ, ২.২২.৩৩৫২: দাস বেচাকেনা ছিল পশু বেচাকেনার মত। রাসূলুল্লাহ একটি দাস কিনেছিলেন, অন্য দাসদের জন্য...]

এক ইহুদি সেই মেয়েটিকে বিক্রির জন্য আল-খুদরিকে ভর্ৎসনা করেছিল। (সূত্র: আল-ওয়াকিবি ভলিউম: i, p. ৪১৩)

আবু বলেছে, তুমি তাকে বিক্রি করতে চাও, কারণ নিঃসন্দেহে ওর পেটে তোমার সন্তান আছে।

না, আমি আযল করেছিলাম।

তাহলে এটি নিকৃষ্টতর শিশুহত্যা।

সেই সময়ে একটি দাসের মূল্য কত হত, তা জানার জন্য এই হাদিস দেখা যেতে পারে। সুনান আবু দাউদ ৩.২৯.৩৯৪৬-৩৯৪৭: একটি দাসের বিক্রি হয়েছিল প্রায় ৮০০ দিরহামে (৩২০০০০ টাকা) এবং অন্যটি ৭০০ দিরহামে (২৮০০০০ টাকা)।